দৈনিক ইত্তেফাক
13 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

47

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়নের সুপারিশ

॥ মোহাম্মদ শাহজাহান ॥

জাতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যজনক বিশৃঙ্খলা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত রাখার জন্য রাজনীতিবিদদের একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যূনতম কর্মসূচী গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছে।

১৯৮৭ সালের ২৩শে এপ্রিল গঠিত ২৮ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রফেসর মফিজ শিক্ষা কমিশন গত বছর ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত রিপোর্ট সরকারের

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গন

(১ম পৃঃ পর)

নিকট পেশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে রিপোর্টের বিভিন্ন মূল্যায়ন, মন্তব্য ও সুপারিশমালা পর্যালোচনা চালাইতেছে।

রিপোর্টের 'শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা' শীর্ষক অধ্যায়ে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া কয়েকটি সুপারিশ রাখিয়াছে।

রিপোর্টে বলা হয়, "আজিকার দিনে শিক্ষার জগতে একশ্রেণীর ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের খেলা, হত্যাকাণ্ড, রাহাজানি, দলাদলি ও মারামারি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে যতই বাকবিতণ্ডা হউক, ইহার পশ্চাতে কাজ করিতেছে অনভিপ্রেত সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা। স্বাধীনতা উত্তরকালে লক্ষ্য ও আদর্শহীনতা, গুণ ও মেধার যথাযথ স্বীকৃতির অভাব, সম্পদ লাভে ব্যর্থতা ইত্যাদি বিরোধী শক্তি একদালের উদ্দীপ্ত জনশক্তিকে অবাঞ্ছিত পথে প্রলুব্ধ করিয়াছে। প্রভাব বিস্তারের অদৃশ্য প্রচেষ্টা তরুণদের মধ্যে এক অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছে। 'ফন্দিফিকির করিয়া কোথাও ঢুকিয়া পড়' আজিকার দিনে এই হইতেছে একটি সহজ পন্থা। এই পদ্ধতিতে সত্যিকার মেধা, সক্ষমতা বা যোগ্যতার প্রশ্নটি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, "বিদ্যার্থী সমাজ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িবে না—সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও রাজনীতিকগণ প্রায়শই একথা বলেন। কিন্তু অনেকের ধারণা, সে কেবল কথার কথা মাত্র। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ছাত্রদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং এ উদ্দেশ্যে নানাবিধ সুবিধা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও অস্ত্রশক্তির খেলায় উন্মত্ত করিয়া তোলার অব্যাহত প্রক্রিয়া তরুণ ছাত্রসমাজকে দুঃখজনক পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। অবাঞ্ছিত এই পরিস্থিতিতে আরও একটি সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, ছাত্র রাজনীতি কেবল বিত্তলাভের পথই প্রশস্ত করে না, বরং রাজনৈতিক উচ্চাসন লাভের পথও সুগম করে। তদুপরি শিক্ষায়তনে রাজনৈতিক দলগুলির অঙ্গ হিসাবে ছাত্রদলসমূহের অবস্থান ও সরকারী স্বীকৃতি শিক্ষা পরিবেশকে করিয়া তোলে আরও ভয়াবহ। অবিশ্বাস্য রকমের অর্থ ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হইয়া তাহারা সকল রকমের প্রতিপক্ষ দমনে ক্রিয়াশীল হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী ছাত্র নেতৃত্বের জিম্মি হইয়া থাকে শিক্ষাঙ্গনের উচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হইতে অধস্তন কর্মচারীটিও। দুষ্টচক্রের অব্যাহত দৌরাত্ম্যে প্রকম্পিত হয় শিক্ষাঙ্গন।

রিপোর্টে বলা হয়, "সাধারণ নিরাপত্তার অভাব শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের স্বাভাবিক পরিবেশকে ভয়াবহভাবে বিঘ্নিত করিতেছে। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়া সময় কাটান। নিরাপত্তাহীন এই পরিস্থিতিতে দেশের লেখাপড়া কতটা বিঘ্নিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। রিপোর্টে আরও বলা হয়, "শিক্ষাঙ্গন আজ অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির রণক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও অনেক নিবেদিতপ্রাণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও নিজ নিজ কর্তব্য পালনে সচেষ্ট। দুঃখজনক হইলেও একথা অনেকাংশে সত্য যে, শিক্ষায়তনের বিভিন্ন নির্বাচনে শিক্ষকদের মধ্যে একাধিক দল বিরাজমান এবং তাঁহারা দলীয় মনোভাবাপন্ন। তাঁহারা কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিতে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করিতেছেন।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও অস্ত্র ব্যবহার বহুলাংশে আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফল। তাহার সহিত জড়িত রহিয়াছে শিক্ষা প্রশাসনের যথাযথ নিয়ম পালনে কঠোরতা অবলম্বন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের অভাব, শিক্ষকদের কর্তব্য পালনে শৈথিল্য ও আদর্শ স্থাপনে ব্যর্থতা।"

রিপোর্টে শিক্ষা প্রশাসনের দুর্বলতা দূর করিয়া কঠোরভাবে আইনের শাসন প্রবর্তন করা ও ন্যায়নীতির প্রশ্নে অটল থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।